দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

C52

তারিখ 22 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র বেতন ও প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষা মানুষের সুযোগ নয়, অধিকার। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে শিক্ষালাভের অধিকার সকলেরই সমান। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য নিরসন অপরিহার্য।

১৯৮৪-৮৫ সালের পরিসংখ্যান হতে জানা যায় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মোট ৮,৩৫৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে—যা এ স্তরে মোট সংখ্যার শতকরা ৯০.৮ ভাগ। এ বিদ্যালয়গুলোতে মোট ২৪ লাখ ৮৩ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে—যা এ স্তরে মোট অধ্যয়নরতদের শতকরা ৯৫.২ ভাগ। আরো জানা যায় যে, মোট ২৬ লাখ ৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১৮ লাখ ১২ হাজার গ্রামাঞ্চলের—যা মোট শিক্ষার্থীর শতকরা ৬৯.২ ভাগ। আরো উল্লেখ্য, শতকরা ৯২ ভাগ গ্রামবাসী হতে মাত্র শতকরা ৬৯.২ ভাগ শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। অপরদিকে শতকরা ১০ ভাগ শহরবাসী হতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৩০.৮ ভাগ অধ্যয়নরত আছে। কাজেই উপরোক্ত আলোচনা হতে সহজেই অনুমেয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সিংহভাগই শিক্ষার্থী গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ঘরের এবং তাদের বেশীরভাগই বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ও বিধ্বস্ত পরিবেশে অধ্যয়নরত। তদুপরি, বেসরকারী বিদ্যালয়ের মাসিক ছাত্র বেতন সরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়েও বেশী হওয়ায় তাদের অবস্থা যেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।

অন্যদিকে, হিসেব করলে বের হয়ে পড়বে যে, গ্রামীণ জন সংখ্যার অনুপাতে অনেক কম ছাত্র-ছাত্রী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছে এবং শহরের ক্ষেত্রে এ হার অনেক বেশী। তাই গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষিতের হার ও প্রবৃদ্ধির হারে দারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করছে।

এমতাবস্থায় বেসরকারী বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা যেখানে অধিক, যেখানে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দরিদ্র ঘরের সন্তানেরা পড়াশুনা করে, সেখানে তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে বেতনের সমতা বিধান অপরিহার্য। বেতনের এ বৈষম্য কমিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র শিক্ষার্থীদের খেলাপড়ার পথ প্রশস্ত করা একান্ত কাম্য।

গ্রামের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকের পক্ষে তার সন্তানের সুষ্ঠু শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখাতো দূরের কথা, সাংসারিক জীবনেই নুন আনতে পান্তা ফুরায়। অবস্থা, সে ক্ষেত্রে সচ্ছল জনগোষ্ঠীর স্বার্থে সরকারী শিক্ষাঙ্গনে স্বল্প বেতনের সুযোগ দিয়ে এবং বেসরকারী শিক্ষাঙ্গনে বেশী বেতনের প্রবণতা জিইয়ে রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত বেতন বৈষম্য নিরসনকল্পে হয় সকল বেসরকারী বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়সমূহকে সরকারীকরণ করা হোক নচেৎ ন্যূনপক্ষে বেসরকারী পর্যায়ের ছাত্র বেতন কমিয়ে সরকারী পর্যায়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হোক।

—মোঃ আবদুস সাত্তার